একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

বর্ষ: ১৫ | সংখ্যা: ১৪৯ | জুলাই ২০২৫ www.padakhep.org

আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগে টেকসই জীবিকার পথে

পৃষ্ঠা ০২

'রেইজ' প্রকল্পের ৫ দিনব্যাপী জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

পৃষ্ঠা ০৫

অদম্য যত পদক্ষেপ

অন্ধকার পেরিয়ে আলোয়– দিলোয়ারা বেগম

দিলোয়ারা বেগম (৫২), কিশোরগঞ্জের নিকলীর ছাতিরচর ইউনিয়নের একজন অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্য। জীবনের বেশিরভাগ সময় পার করতে হয়েছে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ও সীমাহীন সংগ্রামের মধ্যে। দিনমজুর স্বামীর অনিয়মিত আয়ে পাঁচ সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে বড় ছেলে অর্থাভাবে স্কুল ছাড়ে, শিশুশ্রমে জড়াতে হয়। সবচেয়ে কঠিন সময় আসে কোভিড-১৯ এ, যখন কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তখনই আশার আলো হয়ে আসে PPEPP-EU প্রকল্প, যার জীবিকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি ব্রয়লার, দেশি ও সোনালী মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ পান। ২০২১ সালের নভেম্বরে ১০০ ব্রয়লার বাচ্চা ও উপকরণ পেয়ে প্রথম মাসেই আয় করেন ৫,০০০ টাকা। এরপর দ্বিতীয় দফায় ২০০ মুরগি পালনে আয় হয় ৮,০০০ টাকা। ক্রমে খামার বড় করে ১৯তম চক্রে ৬০০ মুরগি পালন করে আয় করেন ২৫,০০০ টাকা। বর্তমানে তিনি নিজ গ্রামের একজন সফল নারী খামারি। PPEPP-EU প্রকল্প ও "স্বপ্নের সিঁড়ি নারী উন্নয়ন সংস্থা" থেকে সহায়তা ও ঋণ নিয়ে খামার সমৃদ্ধ করেছেন। প্রকল্প থেকে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভ্যাকসিন, ঔষধ ও বাজার সংযোগে নিয়মিত সহায়তা পাচ্ছেন, যেমন পাচ্ছেন আরও সহস্রাধিক নারী সদস্য।

প্রথমবার মা হওয়ার অভিজ্ঞতায় আত্মবিশ্বাসী বিউটি রানী

প্রথম সন্তানের জন্ম সবসময়ই একটি নারীর জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তবে যদি থাকে তথ্যের ঘাটতি, তখন সেই অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারে ভয়ের। কিন্তু PPEPP-EU প্রকল্পের 'বেলি' পিভিসির সদস্য বিউটি রানী জানতেন কী করতে হবে। গর্ভাবস্থায় তিনি স্বাস্থ্যসচেতন ছিলেন। তবে প্রসবের পর নবজাতককে সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। ঠিক তখনই পাশে এসে দাঁড়ান CNHP সুচিতা দাস। সঠিক অবস্থানে বসে দুধ খাওয়ানো, শিশুর মুখ ও শরীরের অবস্থান–এসব ধাপে ধাপে শিখিয়ে বিউটি রানীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন সুচিতা। যার ফলে, ২ মাস বয়সী শিশুর ওজন ও উচ্চতা স্বাভাবিক, সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত হচ্ছে। বিউটি রানী এখন আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন মা। সঠিক দিকনির্দেশনা, সহানুভূতিশীল সহায়তা ও পুষ্টি জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ একজন নতুন মাকে আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন করে তুলতে পারে। বিউটি রানীর গল্প তারই প্রমাণ।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সম্ভাবনার পথে লালন মিয়া

অবহেলার অন্ধকার থেকে উঠে আসার গল্পটিই যখন হয়ে ওঠে সাহসের আলোকবর্তিকা, তখন এক প্রতিবন্ধী মানুষও হয়ে ওঠেন সমাজের অনুপ্রেরণা। এমনই একজন হলেন মোঃ লালন মিয়া। কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কবির খান্দান মসজিদ হাটিতে জন্ম নেওয়া লালন মিয়া দীর্ঘদিন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও দারিদ্রের ভারে জর্জরিত ছিলেন। এই দুর্বিষহ জীবনে আশার আলো নিয়ে এলো PPEPP-EU প্রকল্প। স্ত্রী বিথী মুরগি ও সবজি চাষে প্রশিক্ষণ নেন। একইসঙ্গে ঋণ ও সঞ্চয়ের সুফল কাজে লাগিয়ে লালন একটি মুদি দোকান খোলেন। প্রকল্পের দেওয়া হুইলচেয়ারে বসেই তিনি ব্যবসা পরিচালনা করে মাসে আয় করছেন প্রায় ৭৮ হাজার টাকা। বর্তমানে দোকানে রয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকার পণ্য। আত্মবিশ্বাসে ভর করে প্রতিবন্ধকতাকে রূপ দিয়েছেন সম্ভাবনায়। পাশাপাশি বিথী দেশি মুরগি ও পাতিহাঁস পালন করছেন। এখন লালন পূর্ব অষ্টগ্রাম প্রতিবন্ধী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সভায় অংশ নিচ্ছেন এবং প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন। তার জীবন প্রমাণ করে–সাহস, সহায়তা ও সদিচ্ছা থাকলে প্রতিবন্ধকতাও হয়ে উঠতে পারে সফলতার সিঁড়ি।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগে টেকসই জীবিকার পথে

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবিকা উন্নয়নে কাজ করছে অষ্টগ্রাম PPEPP-EU প্রকল্প ইউনিট। সম্প্রতি প্রকল্পের অষ্টগ্রাম ইউনিটের কাস্তুল ইউনিয়নের একজন অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্যকে মাছ পরিবহন ও বিক্রির মাধ্যমে অধিক আয়ের সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে তাঁকে প্রদান করা হয় মাছ পরিবহনের ট্যাংক, অ্যায়ারেটর মেশিন, ভ্যান ও নেট। এই উপকরণগুলোর মাধ্যমে জীবন্ত মাছ পরিবহন ও বিপণন সহজ হবে, বাড়বে আয়।

পরিদর্শন ও পরামর্শ: মাঠপর্যায়ে নিয়মিত তদারকি

কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমগুলোকে টেকসই করতে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি করছেন সহকারী কারিগরি কর্মকর্তারা। তাঁরা হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, সবজি উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সদস্যদের সমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, অতিদরিদ্র সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও ফলপ্রসূ ও স্থায়ী করে গড়ে তোলা।

জাগ্রত কিশোরী, বদলে যাচ্ছে সমাজ

কিশোরীরা সমাজের ভবিষ্যৎ এবং আজকের পরিবর্তনেরও অগ্রনায়িকা। PPEPP-EU প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলার ২৬টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ৬৯২ জন কিশোরী নিজেদের বিকাশের পাশাপাশি সমাজে পরিবর্তনের বীজ বুনছে। এই কিশোরীরা শুধু নিজেরা সচেতন হয়ে থেমে থাকেনি। তারা প্রতিনিয়ত কাজ করছে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুকের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা, নিজের অর্থায়নে গাছ লাগানো, দুস্থদের খাদ্য সহায়তা—এসবই আজ তাদের পরিচয়ের অংশ। বাড়ির উঠোনে লাগানো পেঁপে গাছ যেমন পুষ্টির উৎস, তেমনি তারা নিজেরা হয়ে উঠেছে নেতৃত্ব ও দায়িত্বের উদাহরণ। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে উপজেলা হাসপাতাল—সকল সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয় লিংক গড়ে তুলেছে তারা। ফলে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও প্রজনন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমিউনিটিতে মাতৃমৃত্যু ও অপুষ্টির হার হ্রাস পাচ্ছে, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্বের বিকাশ হচ্ছে, জন্মনিবন্ধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও তারা নিজেরা সমাজে কিশোরী দল গঠন ও দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারে দৃঢ়। আজ কিশোরীরা হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সেতুবন্ধনে। তারা শুধু শিখছে না—সাহসিকতায় বদলে দিচ্ছে নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং সমাজের চিত্র।

গর্ভকালীন পুষ্টি ও সচেতনতার পথে উষা আক্তার

১৯ বছর বয়সী উষা আক্তার যখন প্রথমবার গর্ভবতী হন, তখন তার পরিবারে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। PPEPP-EU প্রকল্পের জবা পিডিসির সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি শুরু থেকেই ছিলেন সচেতন। গর্ভকালীন পুষ্টি, আয়রন-ফলিক অ্যাসিড বড়ি গ্রহণ ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব তিনি জানতেন পিডিসির সেশন থেকে। কমিউনিটি নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ প্রমোটার হাসনা আক্তার নিয়মিত বাড়িতে গিয়ে তার ও পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং করেন। পুষ্টি বাগান থেকে পাওয়া সবজি যেমন পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করছে, তেমনি উষাও আজ স্বাস্থ্যবান মা হওয়ার পথে। তার ওজন, রক্তচাপ ও মুয়াক স্বাভাবিক, আয়রন-ফলিক অ্যাসিড বড়ি নিয়মিত গ্রহণ করছে, পুষ্টি বাগানের সবজি পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে, পরিবারে স্বাস্থ্য বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ফলোআপ ও প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা কীভাবে একটি গ্রামের তরুণীকে নিরাপদ মাতৃত্বের পথে এগিয়ে নিতে পারে, উষা আক্তার তার বাস্তব উদাহরণ।

আইসিবিসি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

অভিভাবক সভা: সচেতনতায় শিশু বিকাশের নতুন দিগন্ত

ভোলা সদর উপজেলায় গত ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো এক অনন্য অভিভাবক সভা, যা ছিল শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, সুরক্ষা ও পজিটিভ প্যারেন্টিং বিষয়ক সচেতনতা তৈরির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায়, পদক্ষেপ বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্র (ICBC) প্রকল্পের আওতায় এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত অভিভাবকদের সামনে উপস্থাপন করা হয় শিশুযত্ন কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড, সেবা এবং অংশগ্রহণের সুযোগ। ১২টি পৃথক সেশনে আলোচনায় উঠে আসে শিশুর সার্বিক বিকাশ, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, গুণগত সময় কাটানো ও পরিবারে ইতিবাচক আচরণের প্রয়োজনীয়তা। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের কেন্দ্রে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার শেখানোর অপরিহার্যতার ওপর। এই সভা ছিল কেবল তথ্য প্রদানের নয়, বরং কমিউনিটি ও পরিবারকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করার এক প্রয়াস—যেখানে শিশুর বিকাশকে ঘিরে গড়ে উঠছে যত্ন, সচেতনতা এবং কার্যকর অংশীদারিত্বের এক শক্তিশালী ভিত্তি।

লক্ষ্মীপুরে জেলা পর্যায়ের মনিটরিং সভা

২০ জুলাই ২০২৫, লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের (ICBC) মনিটরিং কমিটির জেলা পর্যায়ের সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক রাজীব কুমার সরকার। সভায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেপি দেওয়ান, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহমেদ এবং প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মিনহাজ হাসান সুজনসহ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। প্রকল্পের চলমান অগ্রগতি, অর্জন এবং বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে উন্মুক্ত ও ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীর করণীয় নির্ধারণে এই সভা দিকনির্দেশনার একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

প্যালেডিয়াম প্লেট

ফুচকায় লুকানো শতাব্দীর গল্প

ফুচকা, ছোট্ট মচমচে, টক-ঝাল-রসালো জাদুকরী এক বল যেন! এই বলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগির হাসি, অথবা স্কুল ছুটির পর গলির মোড়ের স্মৃতি। তাই ফুচকা শুধু স্বাদ নয়, এ এক দীর্ঘ ইতিহাসের বাহক। যার শিকড় গেঁথে আছে হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি, লোককাহিনি আর পৌরাণিক গল্পে। ফুচকার আদিরূপ খুঁজে পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালের দিকে, প্রাচীন ভারতের মগধ সাম্রাজ্যে। সে সময় এক ধরনের ময়দার খোলস ভেজে তার মধ্যে মশলাদার মিশ্রণ ভরে তৈরি করা হতো 'ফুলকি'। অনেকের বিশ্বাস, মহাভারতের কাহিনিতেও এই খাবারের ইঙ্গিত আছে, যেখানে দ্রৌপদী স্বল্প উপকরণে পঞ্চপাণ্ডবের জন্য তৈরি করেন মচমচে পুরি, যার ভেতরে ছিল মসলা আর জলমিশ্রিত আলুর মতো পদ। এই লোকজ খাবারটি সময়ের প্রবাহে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা নামে পরিচিত হয়। বিহার ও ওড়িশায় একে বলা হয় 'গুপচুপ', দিল্লি ও পাঞ্জাবে 'গোলগাপ্পা', মহারাষ্ট্রে 'পানিপুরি', আর বাংলায় এর নাম 'ফুচকা'। প্রতিটি অঞ্চলে নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়—মসলার গন্ধ, টকজলের ঘনত্ব আর পরিবেশনের ঢং সবই ভিন্ন। বিশেষ করে নারীদের কাছে এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ, হালকা ঝাল, তৃপ্তিদায়ক এবং সাশ্রয়ী। আড্ডা, গল্প, অভিমান কিংবা প্রেম, সবকিছুর এক অদ্ভুত সঙ্গী হয়ে ওঠে ফুচকা। আধুনিক যুগে ফুচকা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। ২০২২ সালে CNN-এর 'এশিয়ার সেরা ৫০ স্ট্রিট ফুড'-এর তালিকায় স্থান করে নেয় বাংলাদেশি ফুচকা। পাশাপাশি ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের হাত ধরে ফুচকা এখন এক বিশ্বময় মুখরোচক নাম। এক সময়কার গৃহিণীর হাতে তৈরি ঘরোয়া খাবারটি আজ হয়ে উঠেছে বিশ্বসংস্কৃতির অংশ। ফুচকা এখন শুধু স্বাদের গল্প নয়, এটি স্মৃতির, সম্পর্কের, আবেগের এবং ঐতিহ্যের গল্প। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়—এই ভালোবাসার ফুচকা কোথায় তৈরি হচ্ছে? কেমন পরিবেশে? নিরাপদ কি না? প্যালেডিয়াম মার্কেট তাই আপনাকে দিচ্ছে এক প্লেট নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত ফুচকার টক-ঝাল প্রতিশ্রুতি-যেখানে স্বাদ ও সুরক্ষা একসঙ্গে।

বিশ্ব পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস ২০২৫

শিশুদের জীবন বাঁচাতে সচেতনতা আর সাঁতার শিক্ষা হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। এমন বার্তা ছড়িয়ে দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হলো বিশ্ব পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস ২০২৫। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (ICBC) প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও ভোলা জেলায় দিবসটি নানা আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। ২৯ জুলাই ২০২৫, লক্ষ্মীপুর জেলায় র‍্যালি ও আলোচনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, অভিভাবক ও প্রশিক্ষকরা অংশ নেন। ৩০ জুলাই ২০২৫, চাঁদপুরে আয়োজিত দিবসের আলোচনা সভায় মতলব উত্তর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, "বিশ্বে শিশু মৃত্যুর ১০টি প্রধান কারণের একটি হলো পানিতে ডুবে মৃত্যু। এটি প্রতিরোধযোগ্য।" জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়, যার অধিকাংশই শিশু ও তরুণ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কেয়ারগিভার, অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষক ও শিশুযত্ন কেন্দ্রর সংশ্লিষ্টরা। সবাই এই নীরব মহামারির বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ৩১ জুলাই ২০২৫, ভোলা জেলা প্রশাসকের প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজাদ জাহান। তিনি বলেন, "সাঁতার শেখা শুধু একটি দক্ষতা নয়, এটি একটি জীবন রক্ষাকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।" ভোলায় তিনটি উপজেলায় (ভোলা সদর, লালমোহন ও মনপুরা) ৫০টি সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০,২৬২ জন শিশুকে নিরাপদ সাঁতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ৫০০টি শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে এক থেকে পাঁচ বছরের নিচে ১২,৫০০ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. বেলাল হোসেন, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. আখতার হোসেন, প্রকল্পের সহকারী ব্যবস্থাপক এ টি এম আজিমুজ্জামান এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

মাঠপর্যায়ে জেলা শিশু কর্মকর্তার পরিদর্শন

গত ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্র (ICBC) প্রকল্পের আওতাধীন শিশুযত্ন কেন্দ্র, সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন জেলা শিশু কর্মকর্তা মীর বাবলুর রহমান। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের গুণগত মান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এই পরিদর্শন প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন ও গৃহীত উদ্যোগের যথাযথ তদারকির অংশ। তিনি উপস্থিত শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং কেন্দ্রের সার্বিক অবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

২৯ জুন থেকে ১৩ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক দুই ব্যাচের সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ। লক্ষ্মীপুর টাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফলকন উচ্চ বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান। তিনি জানান, প্রতি বছর পানিতে ডুবে প্রায় ১৪ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে, যার বড় একটি কারণ সাঁতার না জানা। এই সমস্যা সমাধানে প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন স্থানীয় প্রশিক্ষককে প্রস্তুত করা হচ্ছে, যারা সদর, রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় ১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এই উদ্যোগ শুধু সাঁতার শেখানো নয়, বরং শিশুর জীবন বাঁচানোর জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথ তৈরি করছে। ৩০ জুন থেকে ১৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ভোলা জেলার লালমোহন ও মনপুরা উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় প্রকল্পের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের সাঁতার প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণগুলো স্থানীয় বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর–যেমন ৯৬ নং রমাগঞ্জ জি.হক এবং ৩৫ নং উড়িরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ৪৪ জন স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক। উদ্বোধন করেন জেলা শিশু কর্মকর্তা এ.টি.এম. আজিমুজ্জামান। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেন সিআইপিআরবি এর ট্রেইনার মোঃ সালাউদ্দিন বাপ্পি এবং লাইলা। এই প্রশিক্ষণ দুই ধাপে পরিচালিত হয়–প্রথমে তাত্ত্বিক ও পরে ব্যবহারিক। স্থানীয় প্রশিক্ষকেরা নিরাপদ পুকুরে বাঁশের তৈরি কাঠামোর মাধ্যমে শিশুদের জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা দিতে সক্ষম হচ্ছেন, যা পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করবে। ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে চাঁদপুর সদরে অনুষ্ঠিত হয় প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী এই ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণস্থল ছিল এসডিএফ অফিস, চাঁদপুর। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাখাওয়াত জামিল সৈকত। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রমুখ। দুই ধাপে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন সিআইপিআরবি-এর দক্ষ মাস্টার ট্রেইনাররা। কার্যক্রমটির উদ্দেশ্য হলো–সাঁতার ও উদ্ধার কৌশলের মাধ্যমে শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে সক্ষম করে তোলা।

'রেইজ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

৫ দিনব্যাপী জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

মানুষের জীবনে জ্ঞান, দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাস—এই তিনটি শক্তি যদি একত্রে বিকশিত হয়, তবে গন্তব্য যেখানেই হোক না কেন, পথ হারায় না কেউ। ঠিক এমন বিশ্বাস নিয়ে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত রেইজ প্রকল্পের আওতায় আয়োজন করা হয় ৫ দিনব্যাপী একটি অনুপ্রেরণামূলক জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ, যেখানে ১৩০ জন তরুণ-তরুণী নিজেদের খুঁজে পাওয়ার এক নতুন যাত্রায় অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণ ছিল শুধু কিছু বিষয় শেখার পাঠ নয়, বরং নিজেকে জানার, গড়ার এবং গড়ে তোলার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তা ও অর্থায়নে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় বনলতা ফুড কর্নার, মিরপুর ১০-এ। পাঁচটি ব্যাচে ভাগ হয়ে ২৫-৩০ জন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অ্যাপ্রেন্টিসরা। ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে এক অনাড়ম্বর, আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী অনুষ্ঠান, যেখানে তরুণদের চোখে ছিল আত্মবিশ্বাস, কণ্ঠে ছিল স্বপ্নের ঘোষণা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও রেইজ ট্রেনিং পুলের প্রশিক্ষকবৃন্দ, যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। নেতৃত্ব, দলগত কাজ, যোগাযোগ, আত্ম-উপলব্ধি, সমস্যা সমাধান, ডিজিটাল দক্ষতা, উদ্যোক্তা চেতনা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সচেতনতা—এসব বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু কর্মজীবনের দক্ষতা নয়, জীবনকে দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার সাহসও পেয়েছেন তারা। সমাপনী বক্তব্যে ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক পদক্ষেপ এর "সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল"— দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা এবং বাজার সংযোগ—এই তিন স্তম্ভের কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "প্রযুক্তিগত জ্ঞান আপনাকে একজন কারিগরি কর্মী বানাতে পারে, কিন্তু জীবনদক্ষতা আপনাকে করে তোলে একজন মানুষ, যিনি নেতৃত্ব দিতে জানেন, সিদ্ধান্ত নিতে জানেন, গড়তে জানেন নতুন কিছু।" অ্যাপ্রেন্টিস ও মাস্টার ক্র্যাফটস পার্সনদের কাছ থেকে উঠে আসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা—সহজ শর্তে ঋণ, বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ, চাকরি সংযোগ এবং মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য সনদপত্র—যার উত্তর দেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা জানান ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে এবং স্বল্প-আয়ের তরুণদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে জুলাই ২০২৫ মাসে পদক্ষেপ এর রেইজ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মোহাম্মদপুর, সাভার, বাড্ডা, শিবগঞ্জ ও মিরপুরের মোট ৫টি ব্রাঞ্চে ১৬ দিনব্যাপী (৯৬ ঘণ্টা) ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (IEEU) বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসা পরিচালনার মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এছাড়া প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ঝুঁকি সচেতনতা এবং পরিকল্পনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ হয়ে উঠছেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা তাদের ব্যবসা টেকসইভাবে পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে এগিয়ে চলছেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এক শক্তিশালী মঞ্চ তৈরি করেছে, যা তাদের সফলতা ও আত্মবিশ্বাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মিটিং/পরীক্ষা/ কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ স্টাফ	অন্যান্য সংস্থা স্টাফ
জুলাই	২০	১২৭০	৮	১৭	৪৪৪	৮২৬

শিক্ষানবিশী কার্যক্রম

স্বল্পআয়ের তরুণ-তরুণীদের হাতে-কলমে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মে ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া ৬ মাসব্যাপী ৫ম ব্যাচে মোট ১৩০ জন শিক্ষানবিশ তাদের অভিজ্ঞ ৬৫ জন কারিগরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রধান ট্রেডসমূহের মধ্যে রয়েছে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এসি, মোবাইল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস, সেলাই, বেকিং, হাউজকিপিং, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি। এই প্রশিক্ষণের ফলে অংশগ্রহণকারীরা শুধুমাত্র কারিগরি দক্ষতা অর্জন করছে না, পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশে মানসম্পন্ন ও উৎপাদনমুখী কাজে দক্ষ হয়ে ওঠছে, যা তাদের ভবিষ্যতের কর্মজীবনে সফলতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান

আগ্রহী ও কর্মদক্ষ যুবসমাজের পূর্বে অর্জিত দক্ষতাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহায়তায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান কার্যক্রম সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১২ জন অংশগ্রহণকারী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক প্রদত্ত লেভেল-২ সনদ অর্জন করেন। এই উদ্যোগ অংশগ্রহণকারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করছে। বর্তমানে শুধু দক্ষতা থাকলেই হয় না, প্রতিষ্ঠানগুলো চায় দক্ষতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সনদ।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে জুলাই ২০২৫ মাসে রেইজ প্রকল্পের আওতায় ৫টি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন সমাজের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া ও সংবেদনশীল গোষ্ঠীর সদস্যরা, যাদের মাঝে ছিল দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর-হাওড়বাসী, পার্বত্য ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীসহ অন্যান্য উপকারভোগী। এই প্রোগ্রামগুলো উঠান বৈঠক, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, টেলিফোনিক যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আলোচিত বিষয়বস্তু ছিল রেইজ প্রকল্পের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি পুষ্টি, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামগুলো জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করছে, যা টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ।

সুরক্ষার প্রমিস

ডেঙ্গু কী?
ডেঙ্গু ভাইরাসবাহিত এডিস মশার কামড়ে ছড়ায়, যারা দিনে কামড়ায় এবং জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে বংশবৃদ্ধি করে।

লক্ষণ:
- হঠাৎ জ্বর (১০৩-১০৫ ডিগ্রি)
- চোখের পেছনে ও শরীরে ব্যথা
- মাথা ব্যথা ও দুর্বলতা
- বমি ও র‍্যাশ (লালচে দানা)
- প্লাটিলেট কমে যাওয়া

প্রতিরোধ:
- জমা পানি ফেলুন (টব, ড্রাম, এসি ট্রে ইত্যাদি)
- গাপ্পি মাছ ছাড়ুন
- মশার স্প্রে দিন (ভেতর-বাইরে)
- ফুল হাতা জামা পরুন
- মশারি ব্যবহার করুন

করণীয়- Infection হলে:
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেঙ্গু টেস্ট (NS1)
- প্রচুর পানি ও স্যালাইন পান করুন
- ব্যথানাশক এড়িয়ে ডাক্তার দেখান
- প্লাটিলেট কমলে দ্রুত হাসপাতালে যান

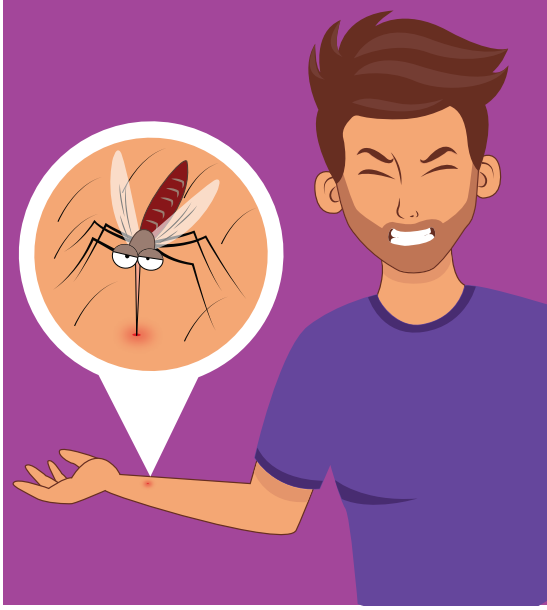

আরএমটিপি প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বাড়াতে গোপালগঞ্জে মৎস্যচাষিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায়, দাতা সংস্থা IFAD ও DANIDA-এর অর্থায়নে, পিকেএসএফ-এর কারিগরি সহায়তায় এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" উপ-প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই ২০২৫ মাসে জেলার পাঁচটি উপজেলায় লিড ফার্মার ও গ্রুপভুক্ত চাষিদের নিয়ে GAP, BAP ও HACCP প্রোটোকল বিষয়ক ৭টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ হয়। এতে মোট ১৭৫ জন চাষি অংশ

নেন। একই সময়ে উদ্যোক্তা ও মৎস্যচাষিদের নিয়ে অডিট সার্টিফিকেশন, GMP ও BAP বিষয়ক ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ হয়, যাতে অংশগ্রহণ করেন ১২৫ জন। প্রশিক্ষণে শেখানো হয়: আন্তর্জাতিক মানের প্রোটোকল কীভাবে নিরাপদ মাছ উৎপাদনে সহায়তা করে, স্বাস্থ্যসম্মত মাছ চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, হাইজিন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয় এবং প্রসেসিং প্লান্টে শোভন কর্মপরিবেশ

নিশ্চিতকরণ। এসময় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার মো. মহিব্বুল্লাহ ও এভানকো কোম্পানির প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান সোহাগ, ছোঁয়া অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিসের প্রতিনিধি জাফরউল্লাহ সাইফি এবং কৃষিবিদ মো. লেমন মিয়াসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। এই প্রশিক্ষণে চাষিরা আধুনিক ও নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের কৌশল শিখেছেন, যা বাজারে তাদের সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে।

জুলাই ২০২৫ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৬১ জন

প্রশিক্ষণ শিরোনাম	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর পদবী	আয়োজনকারী
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ			
'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'	১৫০	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ	পদক্ষেপ
দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	১০৮	কমিউনিটি ম্যানেজার	পদক্ষেপ
বহি: প্রশিক্ষণ			
Ratio Analysis & Decision Making	১	সিনিয়র ম্যানেজার	পিকেএসএফ
Accounting for Non-Accountants (AFNA)	১	সিনিয়র ব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন অ্যান্ড একাউন্টস)	পিকেএসএফ
Highly Effective credit Professionals	১	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	সিডিএফ
মোট	**২৬১**		

জুলাই মাসে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে ৩৫ জন

ক্র.নং	প্রধান কার্যালয়/ জোন/প্রোজেক্টের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	সংখ্যা	মন্তব্য
১	প্রধান কার্যালয়	সহকারী পরিচালক	প্রধান কার্যালয়	১	প্রোগ্রাম ইউং
		আইসিটি ট্রেইনি		১	আইসিটি বিভাগ
		ম্যানেজার		৬	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ
		ক্লিনার		১	
২	সিটিএম প্রকল্প	ফিল্ড/প্রজেক্ট অফিসার	সাতক্ষীরা	১	
৩	মাইক্রোফিন্যান্স	সিএম-১, এবিএম (লোন) ও (অ্যাকাউন্ট)	বিভিন্ন জোন	২৫	
	মোট			**৩৫**	

জুলাই মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	সর্বমোট সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান
৩৫১	৯,৯৯৫,১২২	১৬৪,৮৫১	৫,৩২৩,৩৯২,৭৮৭

লেখা আহ্বান:

পদক্ষেপ এ কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে।